যুগান্তর

তারিখ 18 JUN 2005
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

আঠারো হাজার মাদ্রাসার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে ১১ হাজার

মুশতাক আহমদ

সারাদেশে প্রায় ৭ হাজার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। ওইসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন প্রায় ৩৪ হাজার শিক্ষক। এদের সিংহভাগই সরকারি বেতন-ভাতা পাননি কখনও। একপ্রকার অবৈতনিকই শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি তাদের আন্দোলনের মুখে শিক্ষামন্ত্রী নামমাত্র হলেও পারিশ্রমিক দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ে ৩৩ কোটি টাকার একটি প্রস্তাবনা পাঠানো হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই খাতে প্রস্তাবিত বাজেটে কোন বরাদ্দের আভাস পায়নি। আদৌ দেয়া হবে কিনা, সেটাও অনিশ্চিত। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ওইসব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের ভাগ্য এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের হাতে।

শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, ইবতেদায়ী স্তরের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ব্যাপারে আপাতত দুটি বিবেচনা সামনে রেখে প্রস্তাবনা তৈরি হয়। গত ৩১ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে যে

বেতন না পাওয়া ৩৪ হাজার মাদ্রাসা শিক্ষকের ভাগ্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের হাতে

প্রস্তাবনা গেছে, তাতে বলা হয়েছে, সারাদেশে যে ৬ হাজার ৮৪৮টি মাদ্রাসা বিদ্যমান রয়েছে, তার মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১ হাজার ৫১৯টির মোট ৪ হাজার ৪৭৯ জন শিক্ষক মাত্র ৫শ' টাকা করে বেতন পান। অর্থ মন্ত্রণালয় এসব শিক্ষকের জন্যই এই খাতে মাত্র ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে, যদিও তাদের জন্য বছরে ব্যয় হবে ২ কোটি ৬৮ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই যে দেড় সহস্রাধিক মাদ্রাসায় বেতন দেয়া হয়, তার মধ্যে আবার সব শিক্ষক পান না। অনেক মাদ্রাসায়ই মাত্র ১ জন করে শিক্ষক ওই ৫শ' পাচ্ছেন। স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী এসব মাদ্রাসায় ৪ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে যদি ভাতার সুবিধাভুক্ত মাদ্রাসাগুলোর ওই ৪ জন করে বা সব শিক্ষককে অর্থ বাড়িয়ে ৫শ' টাকা করেও দেয়া হয়, তাহলেও লাগবে ৩ কোটি ৬৪ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ বরাদ্দ অর্থে তা সংকুলান করছে না।

সুবিধার বাইরে থাকা বাকি ৫ হাজার ৩২৯টি বিদ্যালয়ের ৪ জন করে শিক্ষককে যদি এই সুবিধার অধীনে আনা হয় বা ৫শ' টাকা করে দেয়া গেছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

গেছে : বন্ধ হয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়, তাহলে মোট লাগবে ১২ কোটি ২০ লাখ ১০ হাজার টাকা। আর এই হিসাবে (৫০০
টাকা করে দিলে) বিদ্যমান ৬ হাজার ৮৪৮টি মাদ্রাসার জন্য মোট লাগে ১৮ কোটি ৪৩ লাখ
৫২ হাজার টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ৫শ' টাকার পরিবর্তে যদি সব মাদ্রাসাকে ১
হাজার টাকা করে দেয়া হয় তাহলে লাগবে ৩২ কোটি ৮৭ লাখ ৪ হাজার টাকা।
মাদ্রাসা শিক্ষকদের অধিকার আদায়ের বড় সংগঠন জমিয়তে মোদার্রেছীনের মহাসচিব
শাব্বির আহমদ মোমতাজী যুগান্তরকে জানান, মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের ১ হাজার টাকা করে
দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে। তিনি বলেন, দারুণ অভাব-
অনটনে দিন কাটছে দেশের প্রায় ৭ হাজার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ৩৪ হাজার শিক্ষকের।
দুর্মূল্যের এই বাজারে তারা বেতন পান মাত্র ৫শ' টাকা। যা একদিকে তাদের জন্য
মানবাধিকার লংঘনের শামিল, অন্যদিকে অপমানেরও।
এই দুর্দশাকে সামনে রেখেই বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় প্রেস
ক্লাবের সামনে পাঁচ দিন অনশন করেছেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা। আমরণ অনশন শুরু করলেও
শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত তারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। ওই
আন্দোলনটি হয়েছিল এসব শিক্ষকের সংগঠন 'স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ঐক্য পরিষদ'র
ব্যানারে। এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এসএম জয়নুল আবেদিন জিহাদী যুগান্তরকে জানান, তারা
চাকরি করেন কিন্তু কত টাকা বেতন পান তা পরিবারের সদস্যদের কাছে বলতে পর্যন্ত পারেন
না লজ্জায়। বিগত প্রায় দেড়যুগ ধরে এভাবে বেতনের নামে পরিহাসের শিকার হচ্ছেন তারা।
তিনি আরও বলেন, শুধু বেতন বৈষম্যই নয় তাদের শিক্ষার্থীরাও সরকারের বৈষম্যের শিকার
হচ্ছে। সারাদেশে প্রায় ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু তারা
সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিলেও সরকারি বৃত্তি পায় না।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সূত্র জানিয়েছে, এক সময়ে দেশে প্রায় ১৮
হাজার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই এসব প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম
শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করত। কিন্তু বেতন না পাওয়া বা নামমাত্র বেতনের কারণে
অনেকেই এই পেশা ছেড়ে দিয়েছেন। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে বর্তমানে মাত্র ৬ হাজার ৬৪৮টি
টিকে রয়েছে। এখানেই শেষ নয়, এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবার ১ হাজার ৫১৯টির
শিক্ষকরা ৫শ' করে টাকা পান। বাকি ৫ হাজার ৩২৯টিই বেতনবিহীন। অর্থাৎ ওইসব
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা লেখাপড়া করান, কিন্তু ৫শ' টাকাও পান না।
জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে একই আইনের অধীনে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
মতোই এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এরই মধ্যে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর
শিক্ষকদের সমস্যা সমাধান করেছে সরকার। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ওইসব প্রতিষ্ঠানের
শিক্ষকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমানই বেতন পেয়ে থাকেন। মাদ্রাসা
শিক্ষকরা জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ফি বছর সাড়ে ৩ হাজার কোটি
বাজেট বরাদ্দ হয়। অথচ তাদের জন্য হয় মাত্র ৩ কোটি টাকা। এখানেই শেষ নয়, এরই
মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিন অর্থবছরে
সরকারিকরণের ঘোষণা দিয়েছেন। এ নিয়ে নীতিমালা প্রণয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা
মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটিও কাজ করছে।